দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ৫. ৩ ...
পৃষ্ঠা ...

06

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সুযোগ অপর্যাপ্ত

শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার। আর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তো তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে সুযোগ আছে কি? এমন কি দেশের একটি অন্যতম বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আজ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

প্রথমেই ধরা যাক, লাইব্রেরীর কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রই সব বই কিনে পড়তে পারে না। তাই তাকে লাইব্রেরীর সাহায্য নিতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী থেকে বই নিতে পারে আবার হল লাইব্রেরী থেকেও পারে। তারা বিভাগীয় সেমিনার থেকেও বই সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোন বই নিয়ে যেতে পারে না। না কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে, না বিভাগীয় সেমিনার থেকে। আর হল লাইব্রেরীতে তো কোন বই-ই নেই। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে ছাত্র-ছাত্রীরা যতটুকু সময় পায়, ততটুকু সময়ই লাইব্রেরী ওয়ার্ক করে। যে কোন বিবেকমান ব্যক্তিই স্বীকার করতে বাধ্য যে, অনার্স/মাস্টার ডিগ্রী পর্যায়ের কোন বিষয়ের নোট এ অল্প সময়ে করা যায় না। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এ অসাধ্যটিও সাধন করতে হচ্ছে। সর্বোপরি লাইব্রেরী এবং সেমিনারগুলোতে বইয়ের স্বল্পতাও রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহরের কেন্দ্রস্থলে অবসিথত হওয়ায় ছাত্ররা কেন্দ্রীয় পাবলিক লইব্রেরী, বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, ভারতীয় গ্রন্থাগারসহ অন্যান্য অনেক লাইব্রেরী থেকে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে দূরে নির্জন পাহাড়ী পরিবেশে অবস্থিত হওয়ায় ছাত্ররা বাইরের এ সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত। এ দিক থেকে চিন্তা করলে সরকারীভাবে লাইব্রেরীর সুযোগ-সুবিধা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী হওয়া উচিত।

অপরদিকে ছাত্র বৃত্তির কথা ধরা যাক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় বৃত্তির পরেও হল থেকে স্বতন্ত্র বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা আছে। তাদের অনার্স বিষয়ের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বৃত্তি তো আছেই সাবসিডিয়ারী বিষয়ের ফলাফলের উপরও বৃত্তি দেয়া হয়। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন ট্রাষ্ট এবং ফাণ্ড থেকে বৃত্তি দেয়া হয়। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র বিভাগীয় বৃত্তির প্রচলন আছে এবং তার সংখ্যাও খুব নগন্য। এই বৃত্তির অনেক পরিমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বেগন বৃত্তি থেকেই কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাইভেট পড়িয়েও কিছু অর্থ উপার্জন করে মধ্যবিত্ত পিতা-মাতাকে কিছুটা রেহাই দিতে পারে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় ছাত্রদের সে সুযোগটুকুও নেই।

ডাইনিং হলে কোন সাবসিডি না থাকায় ঢাকা ভার্সিটির ছাত্রদের তুলনায় অন্তত এক টাকা প্রতি মিলে বেশী দিয়ে ছাত্রদের খেতে হচ্ছে তাছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি হলেই কেন্টিন আছে। তাতে ছাত্ররা যার যার পছন্দমত খেতে পারে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হলেই কেন্টিন নেই। আছে হলের সম্মুখে কতগুলো হোটেল যেগুলো রাস্তার পাশের ভাসমানদের বস্তির ঘরগুলোকে হার মানায়। রসিক ছেলেরা এদের নাম দিয়েছে "পাঁচ তারা হোটেল"। তাও আবার সংখ্যায় বেশী না হওয়ায় সকাল-সন্ধ্যায় ছাত্রদের লাইন দিয়ে আসন নিতে হয় হোটেলগুলোতে। অন্তত আধ ঘন্টা অপেক্ষা না করে নাস্তা করা যায় না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত হচ্ছে বিনোদন। এখানে প্রকৃত পক্ষে বিনোদনের কোন ব্যবস্থাই নেই। যদিও রেল স্টেশনের সম্মুখে প্রায় তিনশ বর্গফুট এলাকা জুড়ে পার্ক নির্মাণের জন্য স্থান চিহ্নিত করে তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। তথাপি বর্তমানে সেখানে গরু ছাড়া আর কিছুই বিচরণ করে না। ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম টেলিভিশন। তাও প্রতি হলে মাত্র একটি করে থাকায় সব ছাত্রের তা উপভোগ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে অন্তত তিন-চারটি করে টেলিভিশন আছে। সেহেতু এখানে বিনোদনের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই তাই এ দিকটি ভালভাবে বিবেচনা করা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা ন্যায্যমূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের বই ও খাতা-পত্র সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সে সুযোগ-সুবিধা পায় না।

এসব প্রধান কারণ হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অপর্যাপ্ত মঞ্জুরীর কথা উল্লেখ করে থাকেন। তাই মঞ্জুরী কমিশনের নিকট অনুরোধ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মঞ্জুরী বাড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানকে নিশ্চিত করুন।

—মোঃ খালেদ হোসেন খান